স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০

প্রকাশনায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

প্রফেসর ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক এমপি
মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এমপি
প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

যুগ্মসচিব (প্রশাসন) : আহ্বায়ক
উপসচিব (জনস্বাস্থ্য) : সদস্য
উপসচিব (হাসপাতাল) : সদস্য
উপসচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন) : সদস্য
উপসচিব (উন্নয়ন) : সদস্য
উপসচিব (কার্যক্রম) : সদস্য
উপসচিব (পরিবার কল্যাণ) : সদস্য
উপসচিব (প্রশাসন-৫ অধিশাখা) : সদস্য
উপপ্রধান (পরিবার কল্যাণ) : সদস্য
উপপ্রধান (মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট) : সদস্য
উপসচিব (প্রাশাসন) : সদস্য-সচিব

কৃতজ্ঞতায়
যাঁরা তথ্য ও প্রতিবেদন দিয়ে
সহায়তা করেছেন

প্রচ্ছদ
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খান

প্রকাশকাল
২৫ জুলাই ২০১১
১০ শ্রাবণ ১৪১৮

মুদ্রণ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে জনগণ সম্যক অবগত হবেন। ফলে সরকারের প্রতিশ্রুত তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে সরকারের জবাবদিহিতা।

বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম হলো সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ আলোকে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে পল্লী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার কার্যক্রমসহ তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি সহজ করতে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সময়ানুগ উদ্যোগ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগত ও মাত্রাগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবার আধুনিক সরঞ্জাম স্থাপন, সকল হাসপাতালে প্রয়োজনীয় গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ ও বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা, সেবা প্রদান, দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ সেবা ব্যবস্থাপনায় সূচিত করেছে এক যুগান্তকারী অধ্যায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। আমি এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জানাই অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রফেসর ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক এমপি)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। বর্তমান সরকার মনে করে দেশের প্রকৃত সম্পদ দেশের জনগণ এবং স্বাস্থ্যবান ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলে জনসাধারণের জীবন মানের ইতিবাচক পরিবর্তনই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এ লক্ষ্য অর্জনে জনগণের সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি মানের উন্নয়ন, দীর্ঘায়ু অর্জন এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (MDG) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যার উন্নয়ন সংক্রান্ত অনেকগুলো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। এসব লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি, শিশু অপুষ্টি হ্রাস, প্রধান প্রধান সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ। উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) স্বাস্থ্য খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যগুলো অর্জনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রফেসর ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী)

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্বাস্থ্য। সরকার সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে উন্নয়ন কৌশল, অর্থনৈতিক বিকাশ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। গৃহীত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম জোরদার করা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে যুবসমাজ, নারী সমাজ, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন। এছাড়াও দুর্গম এলাকা, হাওড়-বাওড় এবং পাহাড়ী এলাকায় বসবাসরত জনগণের জন্য সেবাদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করাই এ প্রকাশনার উদ্দেশ্য। সকলের আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ উদ্যোগ সফল হবে বলে আমি আশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে এই প্রথমবারের মতো বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। স্বাস্থ্য খাতের ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ এ প্রতিবেদনে রয়েছে। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ইত্যাদির বিবরণও এ প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও সেবার মানোন্নয়নে কি উদ্যোগ গ্রহণ করছে, সে বিষয়ে জনগণ সম্যক ধারণা এ প্রতিবেদন থেকে পাবেন বলে আশা করা যায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। সারা দেশে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। অধীনস্থ ০৮ (আট) টি অধিদপ্তর / পরিদপ্তর / দপ্তর-এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবাকে সারা দেশে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে নতুন ০৪ (চার) টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এডহক ভিত্তিতে ৪১৩৩ জন সহকারী সার্জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২৭তম, ২৮তম এবং ২৯তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ২৫৩৩ জন সহকারী সার্জন ও ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বর্তমান সরকারের আমলে ১৭৪৭ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম। এ উদ্যোগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণে কার্যকরী পদক্ষেপ।

স্বাস্থ্যসেবার সুফল জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় সফল উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আমরা সচেষ্ট থাকব।

(মুহম্মদ হুমায়ুন কবির)

প্রাককথন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ব্যপ্তি সারাদেশ ব্যপী বিস্তৃত। ব্যাপক পরিসরে সম্পাদিত এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হল।

প্রতিবেদনে আমরা একটি অভিন্ন ফরম্যাটে প্রতিষ্ঠানওয়ারী তথ্য প্রদানের প্রয়াস নিয়েছি। যারা প্রতিবেদনটি পড়বেন আশা করি তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু মূল্যায়ন পাব। এ সমস্ত মতামত বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতিবেদনগুলো আরো মানসম্মত করা সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নানা কারণে নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেনি। সে কারণে ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ এর প্রতিবেদন একসাথে প্রকাশ করা হল। সরকার আইন কাঠামোর মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। এর আওতায় কিছু কিছু মন্ত্রণালয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, এর মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যতম। আমরা আশা করছি প্রতি বছর প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাভূক্ত দপ্তর, অধিদপ্তর, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। সম্পাদনা পরিষদ তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী প্রফেসর ডা. আ ফ ম রুহুল হক এমপি, মাননীয় উপদেষ্টা প্রফেসর ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. ক্যাপ্টেন (অব:) মজিবুর রহমান ফকির এমপি মহোদয়ের দিক নির্দেশনা ব্যতীত প্রতিবেদন প্রকাশ সম্ভব ছিল না।

সম্পাদনা পরিষদকে সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মুহম্মদ হুমায়ুন কবির এ প্রতিবেদন যথার্থই আলোর মুখ দেখিয়েছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য বিভাগে সেবা সরবরাহ এবং এর কর্মপরিধি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনটি আরো বেশী আকর্ষণীয়, মানসম্মত করে তুলতে আমাদের প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিল না, ছিল সময় ও সুযোগের অপ্রতুলতা। তা সত্ত্বেও সুধীজন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আমাদের আয়োজন গ্রহণ করলে এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে-

(এস এম আশরাফুল ইসলাম)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় মন্ত্রণালয় পরিচিতি	০১-৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৪৭-৬৭
তৃতীয় অধ্যায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৬৮-৮২
চতুর্থ অধ্যায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮৩-৮৪
পঞ্চম অধ্যায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৮৫-৮৬
ষষ্ঠ অধ্যায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮৭-৯২
সপ্তম অধ্যায় সেবা পরিদপ্তর	৯৩-৯৭
অষ্টম অধ্যায় ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৮
নবম অধ্যায় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৯৯-১০১
দশম অধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১০২-১৫৪
একাদশ অধ্যায় রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি)	১৫৫-১৬০
দ্বাদশ অধ্যায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)	১৬১-১৬৮
ত্রয়োদশ অধ্যায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি ইউনিট	১৬৯-১৭২
চতুর্দশ অধ্যায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট	১৭৩-১৭৯
পঞ্চদশ অধ্যায় সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance)	১৮০-১৮২